POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا
عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

‘হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(আল-বাকারা: ৪৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31-32

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31 July-7 Aug, 2025 5 সফর-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

এই পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগের পিলাত অপেক্ষা অধিকতর সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন।কেননা বিচার কার্যে তিনি সাহস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, অধিকন্তু তিনি সুপারিশেরও কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতিও স্বধর্মের ভাবনাও তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইল না। তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে জাতির গৌরব ও বিচারপতিগণের আদর্শ বলা হয়, তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবেনা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা বানানো হইয়াছিল,তাহা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের মোকদ্দমা অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ছিল।কেননা তাঁহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি কেবলমাত্র ধর্মীয় মতবৈষম্যের উপর ছিল যাহা বিচারকের নিকট এক সামান্য বিষয় ছিল,বরং কিছুই ছিল না; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল উহা হত্যার ব্যবস্থা করার দাবী ছিল। এবং মসীহ্‌র মোকদ্দমায় যেমন ইহুদি মৌলবীগণ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্রুপ আমার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমাতেও মৌলবীদের মধ্য হইতে কাহারও সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাই এইকার্যের জন্য খোদা তা’লা মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীকে নির্বাচিত করিলেন। তিনি এক লম্বা জুব্বা পরিধান করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিলেন।মসীহ্‌কে ক্রুশে দিবার জন্য সরদার কাহেন যেমন আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল, তদ্রুপ এই ব্যক্তিও উপস্থিত হইল। প্রভেদ শুধু এই ছিল যে,সরদার কাহেন পীলাতের আদালতে আসন পাইয়াছিল, কারণ ইহুদিদের সম্ভ্রান্তও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে রোমান গভর্নমেন্ট আদালতে বসিতে আসন দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। তাই সরদার কাহেন আদালতের নিয়মানুযায়ীই আসন পাইয়াছিল এবং মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম এক অপরাধীর ন্যায় আদালতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় ইহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ শত্রুদের আশার বিপরীত কাপ্তান ডগলাস, যিনি পীলাতের স্থলে বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, আমাকে আসন দানকরিলেন এবং এই পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগের পিলাত অপেক্ষা অধিকতর সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন।কেননা বিচার কার্যে তিনি সাহস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, অধিকন্তু তিনি সুপারিশেরও কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতিও স্বধর্মের ভাবনাও তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইল না। তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে জাতির গৌরব ও বিচারপতিগণের আদর্শ বলা হয়, তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবেনা। ন্যায়-বিচার এক সুকঠিন ব্যাপার। যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচার আসনে না বসা পর্যন্ত মানুষ কখনও এই কর্তব্য উত্তরূপে সমাধা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, বর্তমান পীলাত এই কর্তব্যটি পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছেন যদিও প্রথম পীলাত যিনি রোমান ছিলেন, এই কর্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং যাহার ভীরুতার ফলে মসীহ্‌কে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই প্রভেদটি দুনিয়া কায়েম থাকা অবধি আমাদের জামাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং যতই এই জামাত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে,ততই প্রশংসার সহিত এই ন্যায়-পরায়ণ বিচারকের আলোচনা হইতে থাকিবে এবং ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, খোদা তা’লা তাঁহাকেই এই কার্যের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। একজন বিচারকের জন্য ইহা কিরূপ এক পরীক্ষার স্থল যে, দুই পক্ষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তন্মধ্যে একপক্ষ তাঁহার স্বধর্মের মিশনারী এবং অপর পক্ষ তাঁহার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী। তাঁহার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, প্রতিপক্ষ তাঁহার ধর্মের ঘোরবিরোধী, কিন্তু এই নির্ভিক পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) বড়ই ধৈর্য ও স্থিরতার সহিত এই পরীক্ষায় অবিচল ছিলেন। তাঁহাকে (প্রতিপক্ষের) ঐ সমস্ত পুস্তকের সেই অংশগুলিও দেখানো হইয়াছিল যাহা জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি কটূক্তি মনে করা হইতএবং এইরূপে এক বিরুদ্ধ আন্দোলন তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু তথা পিতাহার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই, কারণ তিনি তাঁহার জ্যোতিষ্মান বিবেকের সাহায্যে প্রকৃত সত্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতুতিনি সরল অন্তঃকরণে মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাইখোদা তা’লা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ও তাঁহার হৃদয়ে সত্যিকার বিষয় ইলহাম করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সত্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন যে, সুবিচারের পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।ন্যায়ের খাতিরেই তিনি বাদীর মোকাবেলায় আমাকে চেয়ার দিলেন, এবং যখন মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) সরদার কাহেনের ন্যায় বিরোধিতামূলক সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আমাকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল এবং আমার যে অমর্যাদা দেখিবার জন্য তাহার চক্ষু লালায়িত ছিল, তাহা দেখিতে পাইল না, তখন সমমর্যাদা লাভকেই আশীর্বাদ মনে করিয়া বর্তমান পীলাতের (কাপ্তান ডগলাসের) নিকট সে আসন প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই পিলাত তিরষ্কারের সাথে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “তোমাকে ও তোমার বাপকে কখনও আসন দেওয়া হয় নাই এবং আমার অফিসে তোমাকে আসন দেওয়ার জন্য কোন নির্দেশ নাই।”

এখানে এই প্রভেদটিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথম পীলাত ইহুদিদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীকে আসন দিয়াছিলেন এবং হযরত মসীহ্‌কে, যিনি অপরাধীরূপে আনীত হইয়াছিলেন, দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন,অথচ তিনি মনে প্রাণে মসীহ্‌র শুভাকাঙ্খী ছিলেন বরং তাঁহার শিষ্যের ন্যায় ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী মসীহ্‌র এক বিশিষ্ট শিষ্যা ছিলেন যিনি ওলীউল্লাহ্ বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু ভয় ও ভীতি তাঁহাকে এইরূপ কার্য করিতেবাধ্য করিল যে, তিনি নির্দোষ মসীহ্‌কে অন্যায়ভাবে ইহুদিদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার ন্যায় (তাঁহার বিরুদ্ধে) কোন খুনের অভিযোগ ছিল না, কেবল সাধারণ রকমের ধর্ম-বৈষম্য ছিল, কিন্তু সেই রোমান পীলাত মনের বলে বলীয়ান ছিলেন না। রোম সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রথম পীলাত আর এই পীলাতের মধ্যে স্মরণযোগ্য আর একটি সাদৃশ্য এই যে, মসীহ ইবনে মরিয়মকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে প্রথম পীলাত ইহুদিদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন

(শেষাংশ ১২ পাতায়...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

যখন নবী করীম (সা.)-এর সৈন্যবাহিনী ফারানের জঙ্গলে প্রবেশ করল, তখন তাদের সংখ্যা সুলেমান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর গৃহীত দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা এই পত্রের কথা তাঁকে জানিয়ে দেন, যা মক্কার কুরাইশকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনে সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছিল।

মহানবী (সা.)-এর অবয়ব যে কতিপয় লোকদের সাথে মিলত, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারেসও অন্যতম। মহানবী (সা.) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত উন্নতমানের মুসলমান ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনীর অনুপম সৌন্দর্য

আমি সবসময় যেভাবে বলে থাকি, দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন। আর বর্তমানে উত্থান-পতনের যে খেলা চলছে, আল্লাহ্ তা'লা তা ঠিক করুন। এটি যেন ধ্বংসের দিকে না গিয়ে নিরসনের দিকে যায়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২০শে জুন, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২০ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মক্কা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এর জন্য যাত্রা করার পূর্বে একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায় যাতে উল্লেখ রয়েছে, একজন সাহাবী না বুঝেই মহানবী (সা.)-এর সফরের খবর মক্কাবাসীদের দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার কাছে এর সংবাদ প্র কাশ করে দেন। আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর এই পরিকল্পনার খবর কাফিরদের কাছে পৌঁছতে পারে নি। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মদীনায় যখন মক্কা যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন হযরত হাতেব বিন আবি বালতা নামের একজন বদরী সাহাবী, যিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন, কুরাইশের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। যার মাঝে তিনিলেখেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাদের দিকে রওয়ানা হবার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি পত্রটি একজন মহিলার কাছে সোপর্দ করেন, যার সম্পর্ক ছিল মুযায়নাহ গোত্রের সাথে। এই মহিলার নাম ছিল কুনুদ বা সারাহ। সে বনু আব্দুল মুত্তালিবের এক ব্যক্তির দাসী ছিল। তিনি এই পত্র মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার শর্তে তার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং যতটা সম্ভব এই পত্রটি গোপন রাখতে বলেন আর সাধারণ পথে যেতে নিষেধ করেন, কারণ সেখানে প্রহরা ছিল। উক্ত মহিলা পত্রটি মাথার চুলের মধ্যে রাখে এবং বেণী বেঁধে নেয়, তারপর পত্র নিয়ে রওয়ানা হয়। এই পত্রে লেখা ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের দিকে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন যা রাতের মতো (অর্থাৎ অত্যন্ত বিশাল সৈন্যবাহিনী) এবং প্রবল বন্যার মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। আর আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তিনি যদি একাকীও তোমাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তবুও তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন এবং খোদা তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন যা তিনি তাঁর (সা.) সাথে করেছেন। তাই তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাও।

অপর এক বর্ণনায় এটাও লেখা আছে, মুহাম্মদ (সা.) সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হতে যাচ্ছেন, এটি নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে না যে, তিনি তোমাদের দিকে নাকি অন্য কোনো দিকে যাবেন। যাহোক, তোমরা পূর্ণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হাতে নাও। আর আমি এই খবর দিয়ে তোমাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ করতে চাইলাম।

(আসসীরাতুন নববীয়া, পৃ: ১৩৬) (ফতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৬৩) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৯) (আররাওজুল উনাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫০-১৫১)(গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-আলি বিন বুরহানুদ্দীন, পৃ:৫৪৯)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি এই পত্র সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহায়েল বিন আমর এবং ইকরামা বিন আবু জাহলের নিকট লিখেছিলেন।

অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর গৃহীত দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা এই পত্রের কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। অতএব তিনি (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন। হযরত আলী নিজেই এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমাকে ও আবু মারসাদ গানাভী এবং যুবায়েরকে পাঠান এবং আমরা সবাই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও, রাওযা খাখ নামক স্থানে পৌঁছে যাও। [এটি মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান।] সেখানে মুশরিকদের মধ্য থেকে একজন মহিলা থাকবে। তার কাছে হাতেব বিন আবি বালতার পক্ষ থেকে মুশরিকদের নামে লেখা একটি পত্র আছে। অতএব আমরা তাকে সেই স্থানেই পেলাম যেখানে আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছিলেন। সে তার উটে চড়ে যাচ্ছিল। আমরা বললাম, পত্র বের করো। সে বলে, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা তার উট বসালাম এবং তল্লাশি করলাম, কিন্তু কোনো চিঠি আমাদের চোখে পড়ল না। আমরা বললাম, মহানবী (সা.) ভুল বলেন নি। তোমাকে সেই চিঠি বের করতে হবে, নতুবা আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব, তোমার কাপড় তল্লাশি করব। যখন সে কঠোরতা দেখে, তখন সে তার কোমরের দিকে ঝুঁকে; তার কোমরের চারপাশে একটি চাদর বাঁধা ছিল, আর সে সেটা বের করে দিয়ে দেয়। বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে তার মাথার চুলের ভেতর থেকে সেটা বের করেছিল, অর্থাৎ দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আমরা সেই মহিলাকে নিয়ে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে আসি। হযরত উমর বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব, অর্থাৎ যে সাহাবী পত্র লিখেছিলেন, সে) আল্লাহ্, তাঁর রসূ ল ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করি। মহানবী (সা.) হাতেবকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যা করেছ তা করতে কোন বিষয় তোমাকে প্রবৃত্ত করেছে ? এই চিঠি কেন লিখেছ? হাতেব নিবেদন করেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার কী হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূ লের উপর ঈমান আনয়নকারী গণ্য হবো না? অর্থাৎ আমি তো একজন ঈমানদার মানুষ আর এটা কোনো বিদ্রোহ নয়। তিনি বলেন, কারণ আমি চেয়েছিলাম, তাদের (অর্থাৎ কুরাইশের) ওপর আমার একটি অনুগ্রহ থাকুক, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমার সন্তানসন্ততি ও সম্পদের সুরক্ষা করবেন। আর আপনার সাথিদের মধ্যে যারাই আছেন, তাদের সেখানে নিজ পরিবারের এমন কোনো ব্যক্তি অবশ্যই আছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তার সন্তানসন্ততি ও সম্পদের সুরক্ষা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, সে সত্য কথা বলেছে এবং তোমরাও তার সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া কিছু বলো না। অর্থাৎ, সে ঠিক বলেছে। সত্য কথা বলেছে, সরলতার বশবর্তী হয়ে এই কাজটি করেছে। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে বলেন, সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি? মহানবী (সা.) আরো বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জানেন আর তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে; অথবা বলেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে হযরত উমরের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৮৩) (উমদাতুল কারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৩৬)

এই ঘটনার উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতিমূলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন: "মহানবী (সা.)-এর যুগে একজন সাহাবী তার আত্মীয়দের কাছে মক্কায় মুসলমানদের আক্রমণ করার খবর গোপনে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, যেন এই সহানুভূতি প্রকাশের কারণে তারা তার আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হযরত আলী ও আরো কয়েকজন সাহাবীকে পাঠান যে, অমুক স্থানে একজন মহিলা আছে, তার কাছে গিয়ে কাগজ নিয়ে এসো। তারা সেখানে পৌঁছে সেই মহিলার কাছে কাগজ চাইলে সে অস্বীকার করে। কিছু সাহাবী বলেন, হয়ত মহানবী (সা.)-এর ভুল হয়েছে। হযরত আলী বলেন, না, তাঁর (সা.) কথা কখনো ভুল হতে পারে না। এরূপ ছিল (তাঁর) ঈমান। যতক্ষণ না তার কাছ থেকে সেই কাগজ উদ্ধার হবে, আমি এখান থেকে সরব না। তারা সেই মহিলাকে ভর্ৎসনা করলে সে সেই কাগজ বের করে দিয়ে দেয়।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮২-১৮৩)

অপর এক স্থানে তিনি আরো বিস্তারিতভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন: একজন দুর্বল সাহাবী মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে দেন যে, মহানবী (সা.) দশ হাজারের একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হয়েছেন। আমার জানা নেই, তিনি কোথায় যাচ্ছেন;কিন্তু আমার ধারণা হলো, খুব সম্ভব তিনি মক্কার দিকে আসছেন। মক্কায় আমার কিছু প্রিয়জন ও আত্মীয় আছে; আমি আশা করি, তোমরা এই কঠিন মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের কোনো ধরনের কষ্ট দেবে না। এই পত্র মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই মহানবী (সা.) সকালে হযরত আলীকে ডেকে বলেন, অমুক স্থানে যাও। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, সেখানে উটে আরোহিত একজন মহিলাকে তোমরা পাবে। তার কাছে একটি পত্র থাকবে যা সে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি সেই পত্র সেই মহিলার কাছ থেকে নিয়ে নেবে এবং তৎক্ষণাৎ আমার কাছে চলে আসবে।তাদের যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! সে নারী, (তাই) তার সাথে কঠোরতা করবে না। শুরুতেই কঠোরতা করবে না। চাপ দেবে এবং জোর দিয়ে বলবে যে, তোমার কাছে পত্র আছে। কিন্তু তারপরও যদি সে না মানে আর তোমার দোহাই দেওয়া বা কসম দেওয়ায়ও যদি কাজ না হয়, বিষয়টি যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে– তাহলে তোমরা কঠোরতাও প্রদর্শন করতো পারো। আর তাকে যদি হত্যা করতে হয় তবে হত্যাও করতে পারো, কিন্তু (কোনোভাবেই) পত্র যেতে দিবে না, পত্রটি আটকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর হযরত আলী (রা.) সেখানে পৌঁছান। (সেই) মহিলাও সেখানেই ছিল। সে কাঁদতে আরম্ভ করে আর কসম খেয়ে বলে, আমি কি বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক? এমন কী হয়ে গেলো? তোমরা তল্লাশি করে দেখো। এরপর তারা সবকিছু খুঁজে দেখেন; তার থলে দেখেন, জিনিসপত্র দেখেন, (কিন্তু) পত্র পাওয়া যায় নি। সাহাবীরা বলেন, মনে হয়, তার কাছে পত্র নেই। হযরত আলী (রা.) উত্তেজিত হয়ে বলেন, তোমরা চুপ থাকো! প্রবল বিক্রমের সাথে বলেন, খোদার কসম! রসুল কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। এরপর তিনি সেই মহিলাকে বলেন, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমার কাছে পত্র আছে। আর খোদার কসম! আমি মিথ্যা কথা বলছি না। এরপর তিনি তরবারি বের করে বলেন, তুমি ভদ্রভাবে পত্রটি বের করে দাও নতুবা মনে রেখো! তোমাকে বিবস্ত্র করেও যদি তল্লাশি করতে হয় তবে আমি তোমার সাথে তা-ই করব। কেননা, মহানবী (সা.) সত্য কথা বলেছেন আর তুমি মিথ্যা বলছো। এতে সে ভয় পেয়ে যায়। আর তাকে যখন বিবস্ত্র করার হুমকি দেওয়া হয় তখন সে চট করে নিজের খোঁপা খোলে। সেই খোঁপার ভেতরে সে পত্রটি (লুকিয়ে) রেখেছিল যা সে বের করে দিয়ে দেয়।"

(সাইরে রূহানী (৭), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬২-২৬৩)

মাথার চুলের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল।

যাইহোক, এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনা থেকে যাত্রা করা সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) হযরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসেইন গিফারী (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি (সা.) রমযানের দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুহাজির, আনসার এবং আরবের গোত্রগুলোর সাথে যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু 'মুসনাদ আহমদ'-এর এক রেওয়ায়েত অনু যায়ী তিনি (সা.) ২রা রমযানে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার দ্বিতীয় রমযান সংক্রান্ত রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাহোক, এ যাত্রায় কিছু মানুষ ঘোড়ায় আর কিছু মানুষ উটে আরোহিত ছিল।

(ফাতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১২) (সীরাত ইবনে ইসহাক, পৃ: ৬৭০)

মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে এই সেনাবাহিনী যখন মদীনা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন এতে প্রায় সাত হাজার চারশ বীর যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (এই দলে) বিভিন্ন গোত্র যেমন, বনু আসাদ, সুলায়েম প্রভৃতি মিলিত হবার কারণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি মক্কায় যেতে যেতে এই সংখ্যা দশ হাজারে উপনীত হয়। মহানবী (সা.) সুলসুল নামক স্থানে পৌঁছেন, যা যুল হুলায়ফার সম্মুখে উচ্চভূমিতে 'বায়যা' নামক স্থানের পাশে একটি পর্বত ছিল। (সেখানে পৌঁছে) তিনি (সা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে দু -শো অশ্বারোহীসহ সম্মুখে প্রেরণ করেন।

কোনো কোনো গ্রন্থে এই সেনাদলের সংখ্যা বারো হাজারও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়েতে দশ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে আর সেটিই বেশি সঠিক বলে মনে হয়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ১৪৫-১৪৬) (তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০২)(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৭৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: মহানবী (সা.) এই সময়ে চতুর্দিকে মুসলমান গোত্রগুলোর প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। যখন এমন সংবাদ আসে যে, মুসলমান গোত্রগুলো প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং মক্কাভিমুখে যাত্রাপথে (তারা) মিলিত হতে থাকবে, তখন তিনি (সা.) মদীনাবাসীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ ৮ম হিজরীর ১০ই রমযানে এই সৈন্যবাহিনী মদীনা থেকে যাত্রা করে আর পথিমধ্যে চতুর্দিকের মুসলমান গোত্রগুলো এসে শামিল হতে থাকে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দশ রমযানই লিখেছেন।] কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার পর এই সেনাদল যখন 'ফারান'-এর অরণ্যে প্রবেশ করে তখন সুলায়মান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই (সেনাদলের) সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৭) (কিতাবুল ফুতুহাত আল ইলহামিয়া, পৃ: ৪০)

এই যাত্রায় মহানবী (সা.)-এর সাথে পবিত্র সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-ও সাথে ছিলেন।

(মাকালাতে সীরাত, ডক্টর মহম্মদ হোসেন মাজহার সিদ্দিকী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৯)

বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-রও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনিও সাথে ছিলেন।

(বুখারী, কিতাবুস সলাত, হাদীস-৩৫৭)

এই সফরটি রমযানে মাসে হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, সফরের প্রাথমিক কয়েকদিন মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি (সা.) আর রোযা রাখেন নি , বরং অন্য সাহাবীদেরও রোযা রাখতে বারণ করেছেন। বুখারী শরীফে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে যাত্রা করেন। (সেদিন) মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন। তিনি (সা.) যখন 'কুদায়েদ' ঝরনার উপকণ্ঠে পৌঁছান তখন রোযা ভেঙে ফেলেন, এরপর তিনি (সা.) সেই মাসে আর রোযা রাখেন নি। কুদায়েদ ঝরণাটি কাদীদ ও উসফানের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মক্কা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তিনি রোযা ভেঙ্গে দেন এবং সেই মাসটি অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখেন নি। (এটি বুখারীর রেওয়ায়েত)।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৭৫) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২)

বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) রমযান মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং তাঁর সাথে দশ হাজার সৈন্য ছিল। আর (এ ঘটনাটি) তাঁর মদীনায় আগমনের সাড়ে আট বছরের শুরুর দিকে ঘটে এবং তিনি (সা.) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তারা সকলে তাঁর সাথে রোযা রাখে। এরপর তিনি (সা.) কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছান, এটি একটি ঝরনা যা উসফান ও কুদায়েদের মধ্যবতী স্থানে অবস্থিত। সেখানে তিনি (সা.) রোযা ভেঙে ফেলেন এবং (তাঁর) সহযাত্রীরাও রোযা ভেঙে ফেলেন। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৭৬)

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যেদিন মদীনা থেকে যাত্রা করেছিলেন সেদিন তিনি (সা.) রোযা ভেঙেছিলেন– এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা মদীনা এবং কাদীদের মধ্যে কয়েক দিনের দূরত্ব ছিল। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে কোন

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

স্থানে রোযা ভেঙেছেন এ বিষয়ে রেওয়ায়েতগুলোতে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ তো একথাই বলে যে, (তাঁরা) কাদীদে রোযা ভেঙেছিলেন; কিন্তু বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা আঈনী এর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, মহানবী (সা.) এই সফরে ঠিক কোথায় রোযা ভেঙেছিলেন এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ কাদীদের স্থলে উসফান লিখেছে, কেউ আবার 'কু রাউল গামীম' (নামক স্থানের) উল্লেখ করেছে, কেউ কেউ কুদায়েদ লিখেছে। কাযী আইয়ায এক্ষেত্রে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে স্থানে রোযা ভেঙেছিলেন রেওয়ায়েতে সেই স্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যদিও সবগুলো রেওয়ায়েতে একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো স্থানই পরস্পর কাছাকাছি এবং উসফান (নামক) এলাকায় অবস্থিত।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১১, পৃ: ৬৮)

এই সফরের একটি ঘটনা হলো তিনি (সা.) 'আরজ' থেকে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তিনি (সা.) একটি মাদী কুকুর দেখেন যার ছানাগুলো দুধ পান করছিল।

(প্রসঙ্গাক্রমে) প্রাণীকূলের প্রতি (তাঁর) সহানুভূতির ঘটনাও এখানে চলে আসে। তিনি (সা.) হযরত জুয়ায়েল বিন সুরাকা (রা.)-কে নির্দেশ দেন, মাদী কুকুরটি যেখানে বসে আছে তিনি যেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ান, যেন সেনাদলের কেউ কুকুরটিকে বা কুকুরছানাগুলোকে উত্যক্ত না করে।

মহানবী (সা.) গুপ্তচরদের আটক করার জন্য একটি অশ্বারোহী দল অগ্রবাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর বনু খুযাআ গোত্রও কোনো পথিককে পথ দিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। অর্থাৎ অন্য গোত্রও বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত দলটি হাওয়াযিন গোত্রের এক গুপ্তচরকে আটক করে নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে, হাওয়াযিন (গোত্র) আপনার বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে।

তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক।

মহানবী (সা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে আদেশ দেন, তিনি যেন এই গুপ্তচরকে আটকে রাখেন, যেন সে গিয়ে লোকদেরকে আগেভাগে সতর্ক করতে না পারে! তিনি (সা.) যখন কুদায়েদ পৌঁছান তখন সেখানে বনু সুলায়েম গোত্র, যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার, তারা তাঁর (সা.) সাথে যোগদান করে। এখানে তিনি (সা.) ঝান্ডা ও পতাকা প্রস্তুত করেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন গোত্রে বণ্টন করেন। কুদায়েদ ময়দানে নবী (সা.)-এর সেনাদলের প্রস্তুতি গোত্রভিত্তিক হয়। প্রত্যেক গোত্রের সেনাদলের অফিসার সেই গোত্রের ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) আনসারকে গোত্রের ভিত্তিতে বারোটি দলে বিভক্ত করেন। ছয়টি দল অওস গোত্রের ও ছয়টি দল খাযরাজ গোত্রের। মুহাজিরদের তিনটি পতাকা হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-র কাছে ছিল।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১২(ফতেহ মক্কা, পৃ: ১৬৫-১৭৫) [দায়েরায়ে)মারেফ মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৭৯] (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৩৩) (ফাতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮)

এই অভিযান চলাকালে আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে। এই আবু সুফিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান বিন হারব নয়। আবু সুফিয়ান বিন হারেস মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাই ছিল। সে নিজ পুত্র জাফর ও আব্দু ল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগীরার সাথে মক্কা থেকে বের হয়। মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সানিয়্যাতুল উকাবে সাক্ষাৎ করে। তারা দুইজন মহানবী (সা.)-এর কঠোর শত্রু ছিল, তাই তাদের মহানবী (সা.)-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সাহস হয় নি। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়ার বোন ছিলেন, তিনি নবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনারচাচাতো ভাই অর্থাৎ আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও ফুফাতো ভাই এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় আব্দু ল্লাহ্ তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। তিনি (সা.) বলেন, আমার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী নই। আমার চাচাতো ভাই তো আমার অবমাননা করত। [সে (আবু সুফিয়ান) কবি ছিল এবং তাঁকে (সা.) ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করত।]আর আব্দুল্লাহ্-মক্কায় হেন কোনো ন্যক্কারজনক কাজ নেই যা সে আমার বিরুদ্ধে করে নি! আমার সাথে চরম শত্রুতা করেছে। আমি কীভাবে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি? রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই উত্তর যখন আবু সুফিয়ান বিন হারেস জানতে পারে তখন সে আবেগের আতিশয্যে বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) আমার প্রতি সদয় না হন এবং সাক্ষাতের অনুমতি না দেন, তাহলে আমি এই সন্তানকে সাথে নিয়ে, (যেই পুত্রকে সাথে নিয়ে এসেছিল, তাকে নিয়ে) মরুভূমির দিকে বেরিয়ে পড়ব, এমনকি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করব। মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) এই দুইজনকে ডেকে পাঠান এবং সাক্ষাতের সম্মানে ভূষিত করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মন নরম হয়ে যায়। তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান সাব্যস্ত হয়েছেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারেসের পরিচয় হলো; যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এই আবু সুফিয়ান ভিন্ন ব্যক্তি। তার পরিচয় হলো, ইসলামের ইতিহাসে আবু সুফিয়ান নামের দুইজন ব্যক্তি অধিক প্রসিদ্ধ। একজন আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশ নেতাদের সর্দার ছিল। সেই হিন্দার স্বামী ছিল, যে হযরত হামযার (রা.) কলিজা চিবিয়েছিল। এই ব্যক্তি আবু সুফিয়ান বিন হারব নামে সুপরিচিত। আর দ্বিতীয়জন হলো আলোচ্য ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব। এই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিল।

ইতিহাসবিদগণ কখনো কখনো নামের সাদৃশ্যের কারণে ভুল করে ফেলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেসের স্থলে আবু সুফিয়ান বিন হারব বর্ণনা করেন।

যেমন, হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলমান বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, লেখা রয়েছে, তখন আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর খচ্চরের লাগাম অথবা রিকাব ধরে হুযূর (সা.)-এর সাথে দণ্ডায়মান ছিল। কিছু ইতিহাসবিদ তাকে আবু সুফিয়ান বিন হারব মনে করেছেন; অপরদিকে ইতিহাসবিদগণ বলেন, তিনি আবু সুফিয়ান বিন হারব ছিলেন না, বরং আবু সুফিয়ান বিন হারেস ছিলেন। তিনি হুযূর (সা.)-এর দুধ ভাইও ছিলেন, কেননা হালিমা সাদিয়া তাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যখন তিনি (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেন, তখন সে কঠোর বিরোধী ও শত্রুতে পরিণত হয়। সে মক্কার শীর্ষস্থানীয় কবিদের মাঝে গণ্য হতো। এই বিরোধিতার কারণে সে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা শুনাতো। হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) তাঁর এই বিদ্রুপের উত্তর দিতেন আর তার কবিতার যেসব স্থানে বলা হতো, "এ কথা আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দাও"- এই বাক্য দ্বারা মূলত আবু সুফিয়ান বিন হারেসকেই বোঝানো হতো।।তারিখ আল-খামীস নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে: تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ অর্থাৎ ' আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম' এটি সূরা ইউসুফের ৯২ নং আয়াত- تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ-আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম

উত্তরে মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ-يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ-وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদেরকেক্ষমা করে দিন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু (সূরা ইফসুফ:৯৩)। রেওয়ায়াতে অনুসারে হযরত আলী (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেছিলেন, তুমি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে এই বাক্য বলে তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা চাও। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয় তখন লজ্জা ও সংকোচের কারণে নিজের মাথা তুলতে পারছিল না। যাহোক, আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.), যে পূর্বে একসময় মহানবী (সা.)-কে অবমাননা করে কবিতা আবৃত্তি করত, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সমস্ত কবিতা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও ভক্তিতে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লেখেন।

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

মহানবী (সা.)-এর অবয়ব যে কতিপয় লোকদের সাথে মিলত, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারেসও অন্যতম। মহানবী (সা.) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত উন্নতমানের মুসলমান ছিলেন। মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি নিজেই নিজের কবর খোঁড়েন এবং যখন মৃত্যুর সময় চলে আসে তখন বলেন, কেউ যেন আমার জন্য না কাঁদে, কারণ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে আমি আমার জীবনকে কোনোভাবে পাপে কলুষিত হতে দিই নি। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তিনি এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করে নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ করেন, যার কিছু পংক্তির অনুবাদ হলো, আমি ছটফট করছি এজন্য যে, আমার রাত শেষ হচ্ছে না, আর বিপদগ্রস্ত মানুষের রাত তো দীর্ঘই হয়ে থাকে। ক্রন্দন আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, যদিও এই অশ্রু সেই বিপদের তুলনায় কিছুই না যা মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছে। যে সন্ধ্যায় মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয়, সেই সন্ধ্যায় আমাদের জন্য বিপদ আরো বেড়ে যায়, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের স্বদেশ যে সমস্যায় নিপতিত হয়েছে সেকারণে আমাদের নিয়ে এটির উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। আরো লেখেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওহী বন্ধ হয়ে গেল এবং কুরআন, যা জিবরাঈল (আ.) সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে আসতেন, তা নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সম্বোধন করে একটি কবিতায় লেখেন, হে ফাতেমা! তু মি যদি এই মুহূর্তে কাঁদো, তাহলে তোমার কান্না যথার্থ; আর যদি না কাঁ দো, তাহলে সেটাই সঠিক পন্থা। তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কারণ এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনেক বড়ো প্র তিদান রয়েছে আর এটি অনেক বড়ো একটি কৃপা। তু মি তোমার পিতা মহানবী (সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করো, তাঁর প্রশংসায় ক্লান্ত হয়ো না; কারণ তাঁর যত প্রশংসাই করা হোক না কেন, তাঁর মহত্ব কখনোই পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার কাসীদায় এক স্থানে তিনি বলেন:

فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ

অর্থাৎ, হে ফাতেমা তোমার বাবার কবর সকল কবরের চেয়ে বেশি পবিত্র, কেননা এতে মহানবী (সা.) সমাহিত আছেন যিনি সমগ্র মানবজাতির নেতা। হযরত আবু সুফিয়ানের মৃত্যু ১৫ হিজরী অথবা ২০ হিজরী সনে হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন।

অপর ব্যক্তি আবদু ল্লাহ্ বিন উমাইয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো, তার নাম হুযাইফা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফু আতিকার পুত্র ছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার ভাই ছিলেন। তিনি (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন তখন সে মহানবী (সা.)-এর কঠোর বিরোধী হয়ে যায় আর বিরোধিতায় অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পবিত্র কুরআনে বলা আছে, وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (সূরা বনী ইসরাইল: ৯১) আর তিনি এটিও বলেন, আমরা কখনো তোমার কোনো কথা শুনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে কোনো ঝরনাধারা প্রবাহিত করবে। কথিত আছে, এই বাক্য আবদু ল্লাহ্ বিন আবু উমাইয়াই বলেছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং তায়েফের যুদ্ধে একটি তির বিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

(উসদুল গাবাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪১-১৪৩) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৪) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬৮) (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯-৪০১) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩১৭)

এ অভিযানে হযরত আব্বাসের ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে লেখা আছে, মহানবী যখন (সা.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন তখন হযরত আব্বাস মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নেন। হযরত আব্বাস জুহফায় মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। জুহফা মক্কা থেকে ৭৬ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত আব্বাস নিজ সাজসরঞ্জাম মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আর নিজে মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

(সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৩-২১৪) (আর-রওজুল মুতার ফি খাবরিল আকতার, পৃ: ১৫৬)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে তিনি দুই বা তিন বছরের বড়ো ছিলেন। তার ছেলে ফযল বিন আব্বাসের কারণে আবুল ফযল নামে খ্যাত ছিলেন। হযরত আবু তালেবের পর সিকায়া অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত ছিল। আকাবা নামক স্থানে যখন আনসারের বয়আত নেওয়া হয় তখন হযরত আব্বাস তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন আর হুনায়নের যুদ্ধে অবিচলতার সাথে তিনি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দেন। ৩২ হিজরী অথবা ৩৩ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বিদ্যমান। কারো কারো মতে তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন, কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কারো কারো মতে খায়বারের যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন;আর কেউ বলেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী আকাবার দ্বিতীয় বয়আত অবধি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। যেমন তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের বিষয়ে লেখেন, মহানবী (সা.) তার চাচা আব্বাসকে সাথে নেন যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন , কিন্তু তাঁকে (সা.) অনেক ভালোবাসতেন। খুব সম্ভবত, হযরত আব্বাস বদরের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন। যদিও এই বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার একমত যে, তিনি মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন নি যেন মক্কা ও মক্কাবাসীদের খবরাখবর মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছতে থাকে। আর রেওয়ায়েতেএটিও দেখা যায়, মহানবী (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন যে, আপনার মক্কায় অবস্থান করা অধিক লাভজনক।

(উসদুল গাবাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬৩-১৬৪) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮১০-৮১২) (মুনতাখিব সীরাত মুস্তফা (সা.), পৃ: ৩৯৩) (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন কি জিন্দগীওঁ কা তারুফ,প্রণেতা: মহম্মদ নাসিরুদ্দীন, পৃ: ৫৮৮) (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ২২৮)

মক্কা বিজয়ের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা এভাবে উল্লেখ হয়েছে, হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে আর আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি, আমরা মক্কার কাছে এসে গেলে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আমাদের দিকে আসল। যখন আমরা সেটির কাছে গেলাম তখন সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আর এর স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হতে থাকল।এর ব্যাখ্যায় মহানবী (সা.) বলেন, মক্কাবাসীদের অনিষ্ট দূর হয়ে গেছে আর তাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের ক্ষণ অতি নিকটে। [মহানবী (সা.) এই ব্যাখ্যা করেন।] তারা তোমার নৈকট্যের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে নিরাপত্তা চাইবে আর তুমি তাদের কতিপয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে। [তিনি (সা.) ব্যাখ্যা করেন, তারা তোমার আত্মীয়তার কারণে তোমার নিরাপত্তায় আসবে এবং তুমি তাদের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে।] এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি যদি আবু সুফিয়ানকে পাও, তবে তাকে হত্যা করো না। [সে ভিন্ন এক আবু সুফিয়ান।]

(দালায়েলুন নবুয়ত লিল বাইহাকি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৮)

যাইহোক, তখন মহানবী (সা.)-এর সৈন্যদল যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং মাররুয যাহরান নামক স্থানে তিনি (সা.) শিবির স্থাপন করেন।ইতিহাসে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর চমৎকার সামরিক কৌশল ও দোয়ার বরকতে এত বড়ো এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় যে, মদীনা থেকে যাত্রাকারী দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রায় ৪০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে মক্কা শহরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্বে এসে অবস্থান গ্রহণ করে, অথচ তখনও মক্কার লোকজনের কাছে বিন্দুমাত্র খবরও পৌঁছায় নি।মহানবী (সা.) মাররুয যাহরান নামক স্থানে এশার সময় যাত্রা বিরতি করেন, যা মক্কা ও উসফান-এর মাঝে মক্কা শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। তিনি (সা.)নিজ সাহাবীদের নির্দেশ দেন আর তারা দশ হাজার আগুন প্রজ্বলিত করে, আর তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে এই বিশাল বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৩-২১৪) (এনসাইক্লোপেডিয়া, সীরাতুন নবী, পৃ: ১৮৮) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড, পৃ:১২৩)

ইসলামী বাহিনী কীভাবে সবার অজ্ঞাতসারে মক্কা পর্যন্ত পোঁছে গেল- হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে লিখেছেন: আহযাবের যুদ্ধ ছাড়া আরবের ইতিহাসে এত বড়ো বাহিনী কখনো প্রস্তুত হয় নি। আহযাবে দশ-বারো হাজার সৈন্য ছিল। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসেমুসলমানদের এটা ছিল দ্বিতীয় বৃ হৎ বাহিনী। এত বড়ো বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়, অথচ কেউ এর বিন্দুমাত্র খবরও পায় নি। আবার আল্লাহ্ তা'লা এক অলৌকিক উপায়েপ্রমাণ করে দেখান, আমি আমার বাদ্যঘরে সুর-লহরি তুলছি আর তাদের বাদ্যঘর ধ্বংস করে দিচ্ছি। অতএব মহানবী (সা.) যখন মদীনা থেকে রওয়ানা দেন তখন বলেন: হে আমার প্রভু ! আমি তোমার কাছে দোয়া করি, তুমি মক্কার লোকদের কান বধির করে দাও এবং তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও, তারা যেন আমাদের দেখতে না পায় আর আমাদের কোনো সংবাদ যেন তাদের কানে না পোঁছায়।বস্তুতঃ মহানবী (সা.) যখন রওয়ানা হন, তখন মদীনায় শত শত মুনাফিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে বের হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় কোনো খবর পোঁছায় না। "

(সাইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬২)

(প্রথমে) যদিও সাত হাজার লোক ছিল, তবুও এই সংখ্যা ছিল বিশাল।পথে আরো লোকজন এই বাহিনীতে যোগ দেয়, তবুও মদীনার মুনাফিকদের মক্কায় পাঠাতে পারে।

যেমনটি বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত কুরাইশ বা মক্কার অধিবাসীরা জানতই না,মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়েছেন, এমনকি মক্কার এত কাছে পোঁছে গিয়েছেন। তাদের এই আশঙ্কা অবশ্যই ছিল যে, তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারেন; কিন্তু তারা এটা আশা করে নি যে, মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। অবশ্য মক্কাবাসীরা কিছুটা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং রাতে আশপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার মানসে টহল দিত।এভাবে এক রাতে আবু সুফিয়ান মক্কার দুই নেতা হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকাকে নিয়ে টহল দিচ্ছিল। তারা সৈন্যবাহিনীর তাঁবু এবং আগুন দেখতে পায়।তাদের কাছে এগুলো আরাফাতের আগুনের মতো মনে হয়। তারা পরস্পর অনুমান করে বলতে থাকে, সম্ভবত এরা বনু কা'ব (বা খুযাআ) গোত্রের লোকজন হবে যাদেরকে সাম্প্রতিক যুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলেছে। পরে নিজেরাই এই ধারণা বাতিল করে দিয়ে বলে, না, তাদের সংখ্যা তো এত বেশি নয়। তারা হতে পারে না। পরে তারা বলে, তাহলে মনে হয় হাওয়াযিন গোত্র! আবার নিজেরাই তা নাকচ করে দিয়ে বলে, তারাও হতে পারে না। এইভাবে তারা অনুমান করে যাচ্ছিল, এমন সময় তারা ঘোড়ার হ্রেষা ও উটের আওয়াজ শুনতে পায়। এতে তারা প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়ে। (সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৩-২১৪)

তারা এই আলোচনাই করছিল, তখন মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দারা, যারা আশপাশের পরিস্থিতি নজরে রাখছিল এবং প্রহরায় ছিল, তারা তাদের ধরেফেলে এবং মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করে।একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, আল্লাহ্ তা'লা দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.)-কে আবু সুফিয়ানের কাছে আসার খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু লায়লা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান আরাকে অবস্থান করছে, যা মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। তাকে ধরে নিয়ে আসো। আমরা সেখানে যাই এবং তাকে ধরে ফেলি। ইবনে উকবা লেখে, আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। এক পর্যায়েসাহাবীদের এই দল তাদেরকে গিয়ে ধরে ফেলে যাদেরকে তিনি (সা.) গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তারা তাদের উটের লাগাম ধরে ফেলেন। আবু সুফিয়ান ও তার সাথিরা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা উত্তরে জানান, তারা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী। আবু সুফিয়ান বলে, কখনো কি এমনটি হয়েছে যে, এত বিরাট সৈন্যদল কোনো জনবসতিতে প্রবেশ করবে অথচ তারা জানতেই পারবে না? অজ্ঞাতে এত বড়ো সৈন্যদল কীভাবে আসতে পারে?

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) যখন মাররুয যাহরান নামক স্থানে পোঁছান তখন হযরত আব্বাস (রা.)-র হৃদয় মক্কাবাসীর জন্য গলে যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর 'শাহবা' নামক সাদা খচ্চরে আরোহণ করে আরাক পর্যন্ত আসলেন এবং ভাবলেন, কোনো ব্যক্তির সাথে হয়ত দেখা হয়ে যাবে, যে মক্কাবাসীদেরকে মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ প্রদান করবে এবং মহানবী (সা.)-এর জোরপূর্ব ক মক্কায় প্রবেশের আগে যেন তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিরাপত্তা ভিক্ষা চায়। তিনি তখনো এসব কথা মনে মনে ভাবছিলেন, ইত্যবসরে তিনি আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। আবু সুফিয়ান বলছিল, আমি আজ পর্যন্ত এমন আগুনও দেখি নি কিংবা এমন সৈন্যবাহিনীও দেখি নি। বুদায়েল বলছিল, আল্লাহ্র কসম! এটি খুযাআর লোকদের আগুন। যুদ্ধের উদগ্র বাসনা তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আবু সুফিয়ান বলে, আল্লাহ্র কসম! খুযাআ দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প। এটি তাদের আগুন এবং তাদের সৈন্যদল হতে পারে না। হযরত আব্বাস (রা.) তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন এবং তাদেরকে চিনে ফেলেন আর আবু সুফিয়ানও তাকে চিনে ফেলে। হযরত আব্বাস তখন আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান আর তার দুই সাথি ফেরত চলে আসে। তিনি একা আবু সুফিয়ানকে নিয়ে আসেন এবং অন্য সাথিদের ছেড়ে দেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.) তাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসেন। দুধরনের রেওয়ায়েত বিদ্যমান।

(সুবুলুল হুদা ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৬) ((মুজামুল বালদান, পৃ:৩৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর উল্লেখ এভাবে করেন যে, একদিকে তো মুসলমানদের এই সৈন্যবাহিনী মক্কাভিমুখে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে মক্কাবাসীরা পরিবেশে বিরাজমান নিস্তব্ধতার কারণে ক্রমাগত ভীতস্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল। পরিশেষে তারা পরামর্শ করে আবু সুফিয়ানকে মক্কার বাইরে গিয়ে খোঁজ নিতে সম্মত করে যে, মুসলমানরা কী চায়? মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে যেতেই আবু সুফিয়ান রাতের বেলা মরুভূমিকে আগুনে আলোকিত দেখতে পায়। মহানবী (সা.) সকল তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধে দশ হাজার মানুষের তাঁবুর সামনে প্রজ্জ্বলিত আগুন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করছিল। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীসাথিদের জিজ্ঞেস করে, এটি কী? আকাশ থেকে কোনো সৈন্যদল অবতরণ করল নাকি? কেননা আরবের কোনো জাতির নিকট এত বড়ো সেনাদল নেই। তার সঙ্গীরা বিভিন্ন গোত্রের নাম বলল; কিন্তু সে বলল, না, না; আরবের গোত্রসমূহের মাঝে কোনো জাতিরই এত বড়ো সেনাদল নেই। তারা এসব কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল, ইত্যবসরে অন্ধকারের বুক থেকে শব্দ কানে আসে, আবু হানযালা! এটি আবু সুফিয়ানের ডাক নাম ছিল। আবু সুফিয়ান বলল, আব্বাস! তুমি এখানে কী করছ? তিনি উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরসেনাবাহিনী সামনেই আছে। আর তোমরা যদি দ্রুত কোনো পরিকল্পনা না করো তাহলে পরাজয় এবং লাঞ্ছনা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৭-৩৩৮)

এর অর্থ হলো, সন্ধির দিকে আসো।

যাইহোক, এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে। বেশ দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, আমি আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্। আমি সবসময় যেভাবে বলে থাকি, দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন। আর বর্তমানে উত্থান-পতনের যে খেলা চলছে, আল্লাহ্ তা'লা তা ঠিক করুন। এটি যেন ধ্বংসের দিকে না গিয়ে নিরসনের দিকে যায়। (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ জুলাই, ২০২৫)

**** **** **** ****

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ ভুল বলেছে। আজকের এই দিন তো দয়ার দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কা'বাকে মহাসম্মান প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশকে প্রকৃত সম্মান দান করবেন।

আবু সুফিয়ান সাহাবাগণকে আঁ হযরত (সা.)-এর নেতৃত্বে নামায পড়তে দেখে বলল: আমি কিসরার (পারস্যের সম্রাটের) দরবারও দেখেছি এবং কায়সারের (রোমান সম্রাটের) দরবারও দেখেছি, কিন্তু তাদের জাতিকে তাদের জন্য এতটা নিবেদিত দেখি নি, যতটা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারী দল তাঁর জন্য নিবেদিত।

মহানবী (সা.) বললেন: যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে তার অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে নিজের (গৃহের) দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে হাকীম বিন হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। "

মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের পতাকা গেড়ে দাও। আর মক্কার সে-সকল নেতারা, যারা তার বুকের ওপর নৃত্য করত, যারা তার পায়ে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যেত, যারা তাকে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখত- তাদের বলে দাও, যদি নিজেদের এবং নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের জীবন বাঁচাতে চায়, তাহলে যেন এসে বেলালের পতাকার নীচে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আর যখন থেকে মানুষ ক্ষমতা লাভ করেছে এবং যখন থেকে মানুষ একে অপরের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি ও সুযোগ লাভ করেছে, তখন থেকে এমন মহান প্রতিশোধ অন্য কোনো মানুষ নিতে পারে নি। .....

এটি সেই প্রতিশোধ ছিল যা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধের চেয়েও অধিক মহান ছিল। কারণ ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতার সুবাদে নিজ ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যার খাতিরে (ক্ষমা) করেছেন তিনি তার পিতা ছিলেন, আর যাদের (ক্ষমা) করেছিলেন তারা তার ভাই ছিলেন। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাচাদের এবং ভাইদের এক দাসের জুতার কল্যাণে ক্ষমা করেছেন। এর তুলনায় ইফসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধ কী-ইবা মূল্য রাখে!" [হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনীর অনুপম সৌন্দর্য

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭শে জুন, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২৭ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায়, সৈনাবাহিনী নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সংগোপনে মক্কার নিকটে পৌঁছানোর এবং সেনা শিবির স্থাপনের উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি (সা.) দশ হাজার স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করান। আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিরা এ দৃশ্য দেখে ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। এর কিছু বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন: হযরত আব্বাস (রা.) যেহেতু আবু সুফিয়ানের পুরানো বন্ধু ছিল, তাই তিনি আবু সুফিয়ানকে তার সাথে বাহনে চড়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হওয়ার ওপর জোর দেয়। সুতরাং তিনি তার (আবু সুফিয়ানের) হাত ধরে তাকে উটের পিঠে নিজের পেছনে বসান এবং গোড়ালির খোঁচা দিয়ে উট হাঁকান এবং মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে পৌঁছেন। হযরত আব্বাস (রা.)-র আশঙ্কা ছিল, হযরত উমর (রা.) আবার তাকে (অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে) হত্যা না করে ফেলেন, কারণ তিনি তাঁর [মহানবী (সা.)-এর] নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে কা রো যদি আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাকে হত্যা কোরো না। এসব দৃশ্য আবু সুফিয়ানের হৃদয়ে এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কেবল একজন সঙ্গীসহ মক্কা থেকে বের হতে বাধ্য করেছিলাম। কিন্তু মাত্র সাত বছর যেতে না যেতেই তিনি (সা.) দশ হাজার পবিত্রচেতা সঙ্গীসহ কোনো নির্যাতন ও অত্যাচার না করেই বৈধভাবে মক্কায় প্রবেশ করেন, অথচ এটি প্র তিহত করার ক্ষমতা মক্কাবাসীদের নেই। অতএব, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে যাওয়ার পথে কিছুটা এসব ভাবনার কারণে এবং কিছুটা ভয়ভীতির কারণে আবু সুফিয়ানের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেতে বসেছিল। মহানবী (সা.) তার এই অবস্থা লক্ষ করে হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে নিয়ে যাও এবং রাতে তোমার কাছে রাখো। তাকে সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব, আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-র সাথে রাত যাপন করে। সকালে তাকে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয় তখন ফজরের নামাযের সময় ছিল। মক্কার লোকেরা প্রত্যুষে উঠে নামায পড়ার বিষয়ে কী-ই বা জানতো! আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে এদিক-সেদিক যাওয়া-আসা করতে দেখে। সে দেখে, কেউ ওযু করছে, কেউ সারিবদ্ধ হচ্ছে। এটি দেখে আবু সুফিয়ান মনে করে, আমার জন্য হয়ত নতুন কোনো ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে বিচলিত হয়ে হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, এত সকালে লোকেরা এসব কী করছে? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, এরা নামায পড়তে যাচ্ছে। এরপর আবু সুফিয়ান লক্ষ করে, হাজার হাজার মুসলমান মহানবী (সা.)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিনি (সা.) যখন রুকূ করেন তখন সবাই রুকূ করে, আর যখন তিনি (সা.) সিজদা করেন তখন সবাই সিজদা করে। হযরত আব্বাস (রা.) পাহারায় থাকার কারণে নামাযে অংশ নেন নি। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে, এরা এখন কী করছে? আমি লক্ষ করছি, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করছেন এরাও তা-ই করছে। আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি কোন চিন্তাভাবনায় মগ্ন? এখানে তো নামায পড়া হচ্ছে। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি এদেরকে পানাহার করতেও বারণ করেন,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

তাহলে এরা সবাই পানাহার ত্যাগ করবে। আবু সুফিয়ান বলে, আমি কিসরার (পারস্যের সম্রাটের) দরবারও দেখেছি এবং কায়সারের (রোমান সম্রাটের) দরবারও দেখেছি, কিন্তু তাদের জাতিকে তাদের জন্য এতটা নিবেদিত দেখি নি, যতটা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারী দল তাঁর জন্য নিবেদিত। এরপর আব্বাস (রা.) বলেন, এটি কি সম্ভব নয় যে, আজ তুমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে এই অনুরোধ করবে যেন তিনি তাঁর জাতির প্র তি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করেন?' নামায শেষ হলে হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান! তোমার কাছে এই কি এ সত্য প্রকাশিত হওয়ার সময় এখনও আসে নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই? আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোক। আপনি পরম সহিষ্ণু, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী মানুষ। এ বিষয়টি এখন আমার কাছে স্পষ্ট, যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য থাকত তাহলে কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! আমি যে আল্লাহ্র রসূল-তা বোঝার সময় কি এখনও তোমার হয় নি? আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, এ বিষয়ে এখনও আমার মনে কিছু সংশয় রয়েছে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তার দুই সাথি, যারা মক্কা থেকে তার সাথে মুসলমান বাহিনীর সংবাদ নিতে এসেছিল, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাকীম বিন হিযাম- তিনি মুসলমান হয়ে যান।

এরপর আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তার হৃদয় সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পরই পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েছিল। ঈমান আনার পর হাকীম বিন হিযাম বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই সেনাবাহিনী কি আপনি আপনার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, এই লোকেরা যুলুম করেছে, এই লোকেরা পাপ করেছে এবং তোমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করেছ এবং খুযাআর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছ। সেই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছ, যাকে আল্লাহ্ নিরাপদ করেছিলেন। হাকীম বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার কথা সঠিক, আপনার জাতি নিঃসন্দেহে এমনটিই করেছে। কিন্তু আপনার তো উচিত ছিল মক্কায় আক্রমণ করার পরিবর্তে হাওয়াযিন জাতির ওপর আক্রমণ করা। মহানবী (সা.) বলেন, সেই জাতিও সীমালঙ্ঘনকারী; কিন্তু আমি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা রাখি- তিনি মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় ও হাওয়াযিনের পরাজয়- এই সবগুলোই আমার মাধ্যমে সম্পাদিত করবেন।এরপর আবু সুফিয়ান বলে, যদি মক্কার লোকেরা তরবারি ধারণ না করে, তাহলে কি তারা নিরাপত্তা লাভ করবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ান আত্মাভিমানী মানুষ; (তার একথার) অর্থ হলো, আমার সম্মানেরও কোনো ব্যবস্থা করা হোক। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে; যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে তার অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে নিজের (গৃহের) দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে হাকীম বিন হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৩৮-৩৪০)

এই বিশদ বিবরণ 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এ তিনি (মুসলেহ্ মওউদ) লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আবু সুফিয়ান একজন খুবই দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী অদূরদর্শী মানুষ ছিল। মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তাকে বলা হয়, এখনও কি তুমি বুঝতে পারছ না? তুমি কি এখনও অনুধাবন করতে পারো নি, এটা মানুষের হাতের কাজ নয়? উত্তরে সে বলে, এখন বুঝতে পেরেছি যে, তোমার খোদা সত্য; এই প্রতিমাগুলোর মাঝে যদি সত্যিই কিছু থাকত তাহলে এরা এখন আমাদের সাহায্য করত। এরপর যখন তাকে বলা হয়, তুমি কি আমার নবুয়্যতের প্রতি ঈমান আনছ? মহানবী (সা.) তাকে এই প্রশ্ন করেন। তখন সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। আর সে তওহীদ বা একত্ববাদ অনুধাবন করতে পারলেও নবুয়্যতের বিষয়টি বুঝতে পারে নি। তিনি (আ.) বলেন, কিছু মানুষের প্রকৃতিই এমন হয় যে, তাদের মাঝে বিচক্ষণতার ঘাটতি থাকে। যা তওহীদের প্রমাণ ছিল, সেটিই নবুওয়্যতেরও সত্যতার প্রমাণ। কিন্তু আবু সুফিয়ান সেগুলোকে ভিন্ন মনে করতে থাকে। সে তওহীদ ও নবুয়্যতকে পৃথক করে ফেলে। তনি বলেন, সবাই এক শ্রেণির মানুষ হয় না। কেউ প্রথম সারির, যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র মতো হয়ে থাকে, কেউ আবার মধ্যম সারির, আবার কেউ শেষের সারির হয়ে থাকে। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪)

ইবনে উকওয়া বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ও হাকীম বিন হিযাম ফিরে যাবার সময় হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। হযরত আব্বাস বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনুন যেন সে ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয় আর আপনার (সা.) সাথে খোদা তা'লার সৈন্যরাজিকে দেখতে পায়। ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেন, যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আদেশ দেন তাহলে তাকে পথিমধ্যেই থামানো যেতে পারে। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের উপত্যকায় থামাও। অতএব, হযরত আব্বাস গিয়ে আবু সুফিয়ানকে থামান। এতে আবু সুফিয়ান বলে, হে বনু হাশেম! তোমরা কি ধোঁকা দিচ্ছ? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, নবীর অনুসারীরা ধোঁকা দেয় না। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেন, আমরা আদৌপ্রতারক নই। তুমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো যেন তুমি আল্লাহ্র সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যক্ষ করতে পারো। আর তা দেখতে পারো যা আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। অতএব, হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে সেই উপত্যকায় সকাল পর্যন্ত আটকে রাখেন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

বিভিন্ন গোত্র দলগতভাবে এক এক করে আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল। যখন একটি দল অতিক্রম করে তখন সে বলে, হে আব্বাস! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা গিফার গোত্রের লোকজন। সে বলল, গিফার গোত্রের (লোকজনের) সাথে আমার কোনো কাজ নেই। অতঃপর জুহায়না গোত্র অতিক্রম করলে সে একই কথা বলে। অতঃপর সা'দ বিন হুযায়েম গোত্র অতিক্রম করলেও সে অনুরূপ কথা বলে, অর্থাৎ এই লোকদের সাথে আমার কীসের কাজ? অতঃপর সুলায়েম গোত্র অতিক্রম করলে সে একই কথা বলে। অতঃপর এমন একটি দল আগমন করে যাদের মতো সে পূর্বে আর কখনো দেখেনি। সে বলল, এরা কারা? হযরত আব্বাস বললেন, এরা হলো আনসার আর তাদের সর্দার হলেন হযরত সা'দ বিন উবাদা, যার কাছে পতাকা রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদা আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন লড়াই করার দিন। আজ কা'বার নিষেধাজ্ঞা আর থাকবে না! আবু সুফিয়ান এটি শুনে বলে, হে আব্বাস! ধ্বংসের এই দিন কতই না উত্তম হতো যদি যুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যেত! অর্থাৎ সে বলে, লড়াই হলে খুব মজা হতো, কিন্তু এখন তো আমরা লড়াইও করতে পারব না। অতঃপর আরেকটি দল আসেযেটি সমস্ত দল থেকে সংখ্যায় কম ছিল, যাতে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র হাতে ছিল।(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৮০)

অপর এক রেওয়ায়েতে এটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন সে বলেছিল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি আপনার জাতিকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছেন? আপনি কি জানেন না, সা'দ বিন উবাদা কী বলেছে?মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কী বলেছে? আবু সুফিয়ান বলে, সে অমুক অমুক কথা বলছিল। আমি আপনাকে আপনার জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি সমস্ত লোকজনের চেয়ে সর্বাধিক পবিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং দয়ালু।

মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ ভুল বলেছে। আজকের এই দিন তো দয়ার দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কা'বাকে মহাসম্মান প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশকে প্রকৃত সম্মান দান করবেন।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হযরত সা'দ যা বলেছিলেন তা মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ একজন শুনতে পেয়েছিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.)। যিনি শুনতে পেয়েছিলেন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা নিরাপদ নই। সম্ভবত হযরত সা'দ (রা.) কুরাইশের ওপর আক্রমণ করে বসবেন। অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী, এ কথাটি হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) বলেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-র নিকট বার্তা

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

প্রেরণ করেন এবং তার নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র হযরত কায়েসকে প্রদান করেন। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২১-২২২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইতিহাস গ্রন্থাদির আলোকে এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:এই সেনাদল আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় আনসারের সেনাপতি সা'দ বিন উবাদা (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আজ খোদা তা'লা আমাদের জন্য তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ বৈধ করেছেন। আজ কুরাইশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় সে উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি নিজ জাতির লোকদের হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন? এইমাত্র আনসারের নেতা সা'দ (রা.) এবং তার সঙ্গীরা এই কথাগুলো বলছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, আজ যুদ্ধ হবে এবং মক্কার পবিত্রতা আজ আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর আমরা কুরাইশকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ব। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো পৃথিবীতে সবার চেয়ে পুণ্যবান, সবচেয়ে দয়ালু এবং সবার চেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ব্যক্তি। আজ কি আপনি নিজ জাতির অত্যাচারের কথা ভুলে যেতে পারেন না? আবু সুফিয়ানের এই অনুযোগ ও আকুতি শুনে সেই সকল মুহাজিরও, যাদেরকে মক্কার অলিগলিতে মারধর করা হতো এবং প্রহার করা হতো, যাদেরকে তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হতো, (তারা-ও) ছটফট করে ওঠেন আর তাদের হৃদয়েও মক্কাবাসীদের জন্য দয়ার প্রেরণা জাগে এবং তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! (আমাদের ওপর) মক্কাবাসীদের অত্যাচারের যে গল্প আনসার শুনেছে, তার কারণে আজ তারা কুরাইশে সাথে কী আচরণ করবেন- তা আমরা বলতে পারছি না। মহানবী (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান! সা'দ ভুল বলেছে। আজ তো দয়া প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশ ও কা'বা গৃহকে সম্মানিত করতে যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-র নিকট প্রেরণ করে বলেন, তুমি তোমার পতাকা তোমার পুত্র কায়েসকে প্রদান করো আর তোমার স্থলে সে আনসার সেনাদলের সেনাপতি হবে। এভাবে তিনি (সা.) মক্কাবাসীদের মন জয় করেন আর আনসারের হৃদয়কেও কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করেন। আর মহানবী (সা.)-এর কায়েসের প্রতি পূর্ণ আস্থাও ছিল, কেননা কায়েস অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের একজন যুবক ছিলেন। (তিনি) এতটাই ভদ্র ছিলেন যে, ইতিহাসে লেখা রয়েছে, তার মৃত্যুশয্যায় যখন কতক লোক তাকে দেখতে আসে এবং কতক দেখতে আসে নি, তখন তিনি তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেন, আমার পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি কী কারণে আমাকে দেখতে আসে নি? তার বন্ধুরা বলেন, আপনি খুবই সম্পদশীল মানুষ, আপনি প্রত্যেকের কষ্টের সময় তাকে ঋণ প্রদান করেন। শহরের বহু লোক আপনার কাছে ঋণী আর তারা এই জন্য আপনাকে দেখতে আসে নি যে, হয়ত আপনার (অর্থের) প্রয়োজন আর আপনি তাদের কাছে টাকা (ফেরত) চেয়ে বসবেন। তিনি বলেন, ওহ্! আমার বন্ধুরা অকারণে কষ্ট পেয়েছে। আমার পক্ষ থেকে পুরো শহরে ঘোষণা করে দাও, কায়েসের নিকট ঋণী প্রত্যেক ব্যক্তির ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হলো। এরপর এত বেশি মানুষ তাকে দেখতে আসে যে, তার বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে যায়। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪২-৩৪৩)

ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেন: হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে(ইসলামের প্রতি) আহ্বান জানাব, যেন আপনি তাদের নিরাপত্তা দান করেন। অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-র শাহবা নামক শুভ্র খচ্চরে আরোহণ করে (মক্কার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন।তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন এবং বলেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করোতাহলে মুক্তি পাবে। তোমাদের নিকট এত বিরাট সৈন্যবাহিনী এসেছে যাদের মোকাবিলাকরার সামর্থ্য তোমাদের নেই।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "সেনাবাহিনী যখন চলে যায় তখন আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বলে; অর্থাৎ যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, সামনে দিয়ে সেনাবাহিনী অতিক্রম করছিল আর সে দেখছিল; (আব্বাস) আবু সুফিয়ানকে বলেন, এখন নিজের বাহন হাঁকিয়ে দ্রুত মক্কায় যাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে গেছেন আর তিনি এই এই শর্তে মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এতে আবু সুফিয়ান একথা ভেবে মনে মনে আনন্দিত ছিল যে, 'আমি মক্কাবাসীদের পরিত্রাণের পথ বের করেছি।' তার স্ত্রী হিন্দা- যে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মানুষজনকে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণের কুমন্ত্রণা দিয়ে আসছিল আর কাফির হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে সে একজন সাহসী মহিলা ছিল, সামনে এসে নিজের স্বামীর দাড়ি ধরল এবং মক্কাবাসীদের ডাকতে থাকল, আসো এবং এই বৃদ্ধ মূর্খ ব্যক্তিকে হত্যা করো। কোথায় সে তোমাদেরকে এ উপদেশ দেবে যে, যাও এবং নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে ও এ শহরের সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করো। আর সে কিনা তোমাদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দিচ্ছে! আবু সুফিয়ান তার এহেন আচরণ দেখে বলল, নির্বোধ কোথাকার! এখন এসব কথা বলার সময় নয়। যাও এবং বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। আমি সেই সৈন্যবাহিনী দেখে এসেছি যাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা সমগ্র আরবে কারো নেই।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪)

ইসলামী সেনাবাহিনীর মক্কায় প্রবেশের ঘটনা এভাবে লেখা আছে: বুখারীতে হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মক্কার উচ্চভূমি 'কাযা' দিয়ে প্রবেশ করেন, তার পতাকা 'হাজুন'-এ স্থাপন করেন এবং তাঁর (সা.) না আসা পর্যন্ত সে স্থান পরিত্যাগ না করেন। 'হাজুন' হলো মুহাসসাব উপত্যকা অভিমুখে একটি পাহাড়- যা বায়তু ল্লাহ্ থেকে দেড় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সৈন্যবাহিনীর ডানপাশে দায়িত্ব রত ছিলেন। তার বহরে আসলাম, সুলায়েম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না গোত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা মক্কা মুকাররমার নিম্নাঞ্চল 'লীত' দিয়ে প্রবেশ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে নিকটবর্তী বাড়িগুলোর পাশে পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহকে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তারাযেন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না। কেবল তার সাথেই যুদ্ধ করবে, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। ইবনে ইসহাক লেখেন, সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহায়েল লোকদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। তারা লোকদেরকে 'খান্দামা' নামক স্থানে একত্রিত করে- যা 'মিনা' যাবার পথে মক্কার একটি বিখ্যাত পাহাড়। কুরাইশ, বনু বকর এবং হুযায়েল-এর লোকজন তাদের কাছে একত্রিত ছিল, তারা সশস্ত্র ছিল। তারা আল্লাহ্র কসম খাচ্ছিল, মুহাম্মদ (সা.) কখনোই শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। বনু দীল অর্থাৎ বনু বকরের এক ব্যক্তি জিমাশ বিন কায়েস যখন রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে শুনতে পারে তখন সে তার অস্ত্রে শান দিতে থাকে। তার স্ত্রী তাকে বলে, এ প্রস্তুতি কী কারণে হচ্ছে? সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের জন্য। সেই মহিলা বলল, খোদার কসম! আজকে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের সামনে কোনো কিছু দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। [সে বিচক্ষণ মহিলা ছিল।] জিমাশ বিন কায়েস প্রচণ্ড অহংকার ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, আমি আশা রাখি, তাদের মাঝ থেকে কোনো একজনকে তোমার সেবায় হাজির করব; অর্থাৎ মুসলমানকে দাস বানিয়ে আনব। তোমার একজন লোকের প্রয়োজন, যে তোমার সেবা করবে, তোমার দাস হবে; (এমন একজন) নিয়ে আসব। সেই মহিলা বলল, তোমার ধ্বংস হোক! এমনটি কোরো না। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ কোরো না। খোদার কসম! তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। হায়, যদি তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদেরকে দেখতে পেতে! জিমাশ বলল, তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। অতঃপর সে সাফওয়ান, ইকরামা ও সুহায়েলের সাথে খান্দামা চলে যায়। যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সেখান দিয়ে সেভাবে প্রবেশ করলেন যেভাবে রসূলু ল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা একটি দল দেখল যারা তাদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিল এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল এবং তাদের প্রতি তির বর্ষণ করল। তারা বলল, তোমরা বলপূর্বক এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত খালিদ তার সাথিদের ডাকলেন এবং মুশরিকদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। বনু বকরের বিশজন এবং হুযায়েলের তিন বা চারজন ব্যক্তি নিহত হয়। ইবনে ইসহাকের মত হচ্ছে, মুশরিকদের বারো বা তেরোজন ব্যক্তি নিহত হয়। তারা চরমভাবে পরাজিত হয়। তারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। একটি দল পাহাড়ের ওপর চড়ে। জিমাশ বিন কায়েস- যে খুব গর্বের সাথে তার স্ত্রীকে জবাব দিচ্ছিল, সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সেসব বড়ো বড়ো কথা কোথায় গেল? তুমি তো এখনি বলছিলে, আমি দাস নিয়ে আসব। তখন সে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে জবাব দিল এবং কিছু কবিতা পড়ে শোনালো যার অর্থ ছিল, যদি তুমি নিজে খান্দামার যুদ্ধ দেখতে পেতে, যখন সাফওয়ান ও ইকরামা লেজ গুটিয়ে পালায়! তাদের সবাইকে তরবারি স্বাগত জানাল। তরবারি প্রতিটি বাহু ও মাথার ওপর আঘাত হেনে সেগুলোকে কর্তন করছিল এবং চিৎকার-

চেঁচামেচি ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমাদের পেছনে তাদের গর্জন এবং বক্ষ থেকে উৎসারিত ফুটন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ শোনা যাচ্ছিল। এজন্য তুমি তিরস্কারসূচক কোনো কথা বলো না।

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালিদের অশ্বারোহীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি মারা যায়। তারা হলেন হযরত জুবায়েশ বিন আশর ও হযরত কুরয বিন জাবের ফেহরী।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৮০) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৭-২২৮) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৪৯-১৫০) (শারাহ যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৬) (ফতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৩) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০০,১১৬)

মক্কাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা সম্পর্কে লিখিত আছে, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযামকে নিরাপত্তা দেন এবং বলেন, মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দাও, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে নিজ গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে কা'বাগৃহ চত্বরে চলে যাবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, আর যে হাকীম বিন হিযামের গৃহে প্রবেশ করবে সে-ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

মক্কাবাসীরা যখন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করছিল তখনও মহানবী (সা.) তাঁর ত্যাগী নিষ্ঠাবান প্রিয় সাথিদেরকে ভুলে যান নি। নিশ্চয় কয়েক বছর পূর্বে মক্কার অলিগলিতে হওয়া অত্যাচার ও নিপীড়নের কথাও তাঁর মনে পড়ে থাকবে; সেই বেলালের কথাও (মনে পড়ে থাকবে) যাকে রশিতে বেঁধে এখানে পাথুরে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করা হতো। আজ সেই বেলাল এ বিজয়ী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মনমস্তিস্কেও নিশ্চয় অত্যাচার-নিপীড়নের সেসব দৃশ্য নুতনভাবে জেগে উঠছিল। তিনি (সা.) এটির প্রতিশোধ নেবারও আবশ্যক মনে করলেন। তিনি (সা.) কত-না চমৎকার প্রতিশোধ নিলেন! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ব্যাপারে বলেছেন:এরপর আবি রুওয়াইহা, যাকে তিনি (সা.) হাবশী ক্রীতদাস বেলালের ভাই বানিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, আমরা এখন আবি রুওয়াইহাকে আমাদের পতাকা দিচ্ছি। যে ব্যক্তি আবি রুবায়হার পতাকাতলে দাঁড়াবে, আমরা তাকেও কিছু বলব না। আর বেলালকে বললেন, তুমি তার সাথে এ ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হও- যে ব্যক্তি আবি রুওয়াইহার পতাকাতলে আসবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

এ আদেশের মধ্যে কত-না অনুপম প্রজ্ঞা ছিল! মক্কার লোকেরা বেলালের পায়ে রশি বেঁধে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করত। মক্কার অলিগলি ও মাঠ-ময়দান বেলালের জন্য নিরাপদ স্থান ছিল না। বরং শাস্তি, লাঞ্ছনা এবং ঠাট্টাবিদ্রুপের স্থান ছিল। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) লক্ষ্য করলেন, আজ হয়ত বেলালের হৃদয়ে বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে থাকবে। এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। পক্ষান্তরে এটিও অত্যাবশ্যক, যেন আমাদের প্রতিশোধ ইসলামের মর্যাদা অনুযায়ী হয়। সুতরাং তিনি (সা.) তরবারির মাধ্যমে তার শত্রুদের গর্দান কেটে দেওয়ার মাধ্যমে বেলালের প্রতিশোধ নেন নি, বরং তার ভাইয়ের হাতে একটি বড়ো পতাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন এবং বেলাল (রা.)-কে এ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন যে, যারাই আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াবে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এটি কত আকর্ষণীয় প্রতিশোধ ছিল, কত সুন্দর প্রতিশোধ ছিল এটি! বেলাল যখন উচ্চকণ্ঠে এ ঘোষণা দিচ্ছিলেন, হে মক্কাবাসীরা! আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াও, তোমাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে- তখন নিশ্চয়ই তার হৃদয় থেকে প্রতিশোধের স্পৃহা নিজে থেকেই উবে যেতে থাকবে। আর তিনি হয়ত এটি অনুভব করে থাকবেন , মহানবী (সা.) আমার জন্য যে প্রতিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন-এর চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় ও মহান প্রতিশোধ আমার জন্য আর হতে পারে না।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪০-৩৪১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্যত্র এ ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন: এই ঘটনায় সর্বাপেক্ষা মহান কথাটি ছিল বেলালের পতাকা সংক্রান্ত। মহানবী (সা.) বেলালের পতাকা প্রস্তুত করে বলেন, যে ব্যক্তি বেলালের অর্থাৎ তার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অথচ নেতা তো মহানবী (সা.) ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর জন্য কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। তাঁর (সা.) পর সর্বাপেক্ষা অধিক কুরবানীকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), কিন্তু আবু বকর (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। তার পর ইসলাম গ্রহণকারী নেতা ছিলেন উমর (রা.), কিন্তু উমর (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা দাঁড় করানো হয় নি। তার পরবর্তীতে গ্রহণীয় ব্যক্তি হিসেবে উসমান (রা.) ছিলেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন, কিন্তু উসমান (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উত্তোলিত হয় নি। তার পরে ছিলেন আলী (রা.) যিনি তাঁর (সা.) ভাই ও জামাতা ছিলেন, কিন্তু আলী (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উড্ডীন করা হয় নি। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন অওফ সে ব্যক্তি ছিলেন যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত আছেন- মুসলমান জাতির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেবে না; কিন্তু আব্দুর রহমানের জন্যও কোনো পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। অতঃপর তাঁর (সা.) চাচা আব্বাস (রা.) ছিলেন আর কখনো কখনো বাড়াবাড়িও করে ফেলতেন , তবুও তিনি (সা.) রাগান্বিত হতেন না; কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্যও কোনো পতাকা প্রস্তুত করেন নি। অতঃপর সমস্ত সর্দার ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ উপস্থিত ছিলেন, যিনি একজন সর্দারের পুত্র ছিলেন আর স্বয়ং নিজেও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, আমর বিন আস একজন সর্দারের পুত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে আরো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সর্দারদের পুত্ররা ছিলেন, কিন্তু তাদের কারো জন্যই পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। পতাকা কেবল বেলালের জন্য বানানো হয়। কেন? এর কারণ কী ছিল? এর কারণ এটি ছিল, কা'বা শরীফে যখন আক্রমণ করা হচ্ছিল তখন আবু বকর (রা.) দেখছিলেন, যাদেরকে মারা হচ্ছে তারা তার আত্মীয়স্বজন আর তিনি নিজেও বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আপনার ভাইদের মারবেন? তিনি অত্যাচারসমূহ ভুলে গিয়েছিলেন আর জানতেন, এরা আমার ভাই। উমরও এ কথাই বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাফিরদেরকে হত্যা করুন। কিন্তু তারপরও যখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন তখন তিনি মনে মনে হয়ত এটিই বলতেন, ভালো হয়েছে, আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। উসমান ও আলীও হয়ত বলতেন, আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। তারা আমাদের প্রতি অত্যাচার করেছে তো কী হয়েছে! স্বয়ং মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করার সময় হয়ত এটিই ভাবছিলেন, এদের মাঝে আমার চাচা, ভাই, জামাতা, প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনও আছেন, আমি এদের ক্ষমা করে ভালোই করেছি। আমার নিজ আত্মীয়স্বজন বেঁচে গেছেন। কেবল একজন ব্যক্তিই ছিলেন যার মক্কায় কোনো আত্মীয়তা ছিল না, মক্কায় যার কোনো ক্ষমতা ছিল না; মক্কায় তার কোনো বন্ধু ও ছিল না। আর তার এই অসহায় অবস্থায় তার ওপর যে অত্যাচার করা হতো, তা আবু বকর (রা.)-র ওপরও করা হয় নি, আলী (রা.)-র ওপরও হয় নি, উসমান (রা.)-র ওপরও হয় নি, কিংবা উমর (রা.)-র ওপরও হয় নি, এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপরও (এত অত্যাচার করা) হয় নি। জ্বলন্ত এবং তপ্ত বালুর ওপর বেলাল (রা.)-কে নগ্ন শুইয়ে রাখা হতো। তোমরা দেখবে, মে-জুন মাসে তোমরা খালি পায়ে হাঁটতে পারবে না। [মে-জুন মাসে এখানে তেমন গরম পড়ে না। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে মে-জুন মাসে খালি পায়ে হাঁটা যায় না।] তাকে নগ্ন করে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে দেওয়া হতো, তারপর কীলকযুক্ত জুতা পরে যুবকরা তার (রা.) বুকের ওপর নাচত আর বলত, বলো-'খোদা ছাড়াও অন্যান্য উপাস্য রয়েছে, আর বলো- মহানবী (সা.) মিথ্যাবাদী।' তারা যখন মারত তখন হযরত বেলাল (রা.) নিজ হাবশী ভাষায় বলতেন- 'আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' সেই ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত বেলাল (রা.)] উত্তরে বলতেন, তোমরা আমার ওপর যতই অত্যাচার করো, আমি যে-ক্ষেত্রে দেখেছি যে, খোদা এক- তাহলে দুই কীভাবে বলতে পারি? আর যখন আমি জানি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার সত্যিকার রসূল- তাহলে আমি কীভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারি? তখন তারা তাকে আরো বেশি প্রহার করা শুরু করত। গরমকালের পুরোটা সময় জুড়ে তার (রা.) সাথে এরূপ আচরণই করা হতো। তেমনিভাবে শীতকালে তারা তার (রা.) পায়ে রশি পেঁচিয়ে মক্কার পাথুরে অলিগলিতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেত। তার গায়ের চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেত। তারা তাকে টেনে নিয়ে যেত আর বলতো, বলো- মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী; বলো- আল্লাহ্ ছাড়াও আরো উপাস্য রয়েছে। তিনি (রা.) উত্তর দিতেন, 'আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু,আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্ল াল্লাহু'। এখন যখন মুসলিম সেনারা দশ হাজার সংখ্যায় মক্কায় প্রবেশ করতে এলো, বেলাল (রা.)-র হৃদয়ে হয়তো এই চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, আজ সেই কীলকযুক্ত জুতার বদলা নেওয়া হবে, আজ সেই আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মহানবী (সা.) যখন ঘোষণা দিলেন, যে-ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে ক্ষমা লাভ করবে, যে কা'বা শরীফে প্রবেশ করবে সে ক্ষমা লাভ করবে, যে নিজের অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সেই সময় বেলাল (রা.)-র হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকতে পারে যে, তিনি (সা.) তো তাঁর সব ভাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন এবং ভালো কাজই করছেন, কিন্তু আমার প্রতিশোধ তো নেওয়া হলো না! মহানবী (সা.) দেখলেন, আজ শুধু

একজনই আছেন যিনি আমার এই ক্ষমার ঘোষণার কারণে কষ্ট পেতে পারেন, আর তিনি হচ্ছেন বেলাল (রা.)। যাদের আমি ক্ষমা করছি তারা তার ভাই নয়। আর তাকে যে-সব কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা আর কাউকে দেওয়া হয় নি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি এর প্রতিশোধ নেব আর এমনভাবে নেব যেন আমার নবুয়্যতের মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে এবং বেলালের হৃদয়ও প্রীত হয়।

মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের পতাকা গেড়ে দাও। আর মক্কার সে-সকল নেতারা, যারা তার বুকের ওপর নৃত্য করত, যারা তার পায়ে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যেত, যারা তাকে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখত- তাদের বলে দাও, যদি নিজেদের এবং নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের জীবন বাঁচাতে চায়, তাহলে যেন এসে বেলালের পতাকার নীচে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আর যখন থেকে মানুষ ক্ষমতা লাভ করেছে এবং যখন থেকে মানুষ একে অপরের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি ও সুযোগ লাভ করেছে, তখন থেকে এমন মহান প্রতিশোধ অন্য কোনো মানুষ নিতে পারে নি।

বেলালের পতাকা কা'বা শরীফের সামনে যখন গেড়ে দেওয়া হলো, তখন আরবের সেই নেতারা, যারা এক সময় তার মুখে লাথি মারত আর বলত, 'বলো, মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী!' এরাই তখন হয়ত দৌড়ে, ছুটে গিয়ে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের হাত ধরে প্রাণ রক্ষার আশায় এনে বেলালের পতাকার পতাকা তলে দঁ াড় করাচ্ছিল। তখন বেলালের হৃদয় এবং তার প্রাণ কীভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্য নিবেদিত হয়ে থাকবে! তিনি হয়ত ভাবছিলেন, আমি তো জানি না, এই কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতাম কি না। এখন এমন প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যাদের জু তো আমার বুকের ওপর পড়ত, তাদের সবার মাথা এখন আমার জুতোয়।

এটি সেই প্রতিশোধ ছিল যা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধের চেয়েও অধিক মহান ছিল। কারণ ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতার সুবাদে নিজ ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যার খাতিরে (ক্ষমা) করেছেন তিনি তার পিতা ছিলেন, আর যাদের (ক্ষমা) করেছিলেন তারা তার ভাই ছিলেন। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাচাদের এবং ভাইদের এক দাসের জুতার কল্যাণে ক্ষমা করেছেন। এর তুলনায় ইফসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধ কী-ইবা মূল্য রাখে!"(সাইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৭০-২৭৩)

একজন অসহায় ব্যক্তি যার শৈশব ও যৌবন কুরাইশ সর্দারদের দাসত্বে অতিবাহিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তার এমন মনস্তুষ্টি করেছেন এবং এমন সম্মান প্রদান করেছেন, যেভাবে বলা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অতএব এটি হলো আমাদের মনিব ও নেতা (সা.)-এর প্র তিশোধ নেওয়ার রীতি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় মুহাজিরদের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী আব্দির রহমান', অর্থাৎ হে আব্দুর রহমানের পুত্রগণ! খাযরাজের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী আব্দিল্লাহ্', অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ্র পুত্রগণ! (আসসীরাতুল হালবিয়া, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪২)

আর অওস গোত্রের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী উবায়দিল্লাহ্', অর্থাৎ, হে উবায়দুল্লাহ্র পুত্রগণ! মহানবী (সা.) যখন আযাখের পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছান, যা কাযা-র অপর নাম, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন এ পথেই মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি (সা.) তরবারির ঝলকানি দেখে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে লড়াই করতে নিষেধ করি নি? তাঁকে (সা.)বলা হয়, খালিদকে আক্রমণ করা হয়েছে তাই তিনিও তরবারি পরিচালনা করেছেন। প্রথমে শত্রুরা হামলা করেছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৩) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৪২,৩৪)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদেরকে এটি দেখাতে চেয়েছিলেন, আজ তোমরা শক্তির জোরে মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এটি খোদা তা'লার অটল সিদ্ধান্ত যেটি কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। এটি ছিল মক্কায় প্রবেশের প্রারম্ভিক বর্ণনা। আগামীতেও বর্ণনা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি একজন মরহুমার স্মৃতিচারণ করতে চাই। নামাযের পর তার জানাযা পড়াব। তিনি হলেন লাহোর নিবাসী শ্রদ্ধেয় এনামুল্লাহ্ সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আমীনা শাহনায সাহেবা। সম্প্রতি তিনি ৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বংশে আহমদীয়াত তার পিতা শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ দীন সাহেবের মাধ্যমে এসেছে। তিনি ১৯৩৪ খ্রি ষ্টাব্দে পনেরো বছর বয়সে কাদিয়ান গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র মুবাল্লেগ সিলসিলাহ মুকাররম ওয়াজীহুল্লাহ্ সাহেব সেনেগালে আছেন আর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে নিজের মায়ের জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ ওয়াজীহুল্লাহ্ সাহেব লেখেন, খাকসারের মাতা পরম পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। নিয়মিত নামায-রোযা পালনকারিণী ছিলেন, কুরআন মজীদ নিয়মিত পাঠ করতেন। সন্তানদেরও পরিপূর্ণভাবে দেখভাল করতেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। কোনো দুশ্চিন্তা বা আনন্দের সংবাদ আসলে আমাকে বলতেন, যুগ-খলীফাকে পত্র লেখো। নিষ্ঠার সাথে অতিথিসেবা করতেন আর নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও তাদের সেবা করতেন। অ-আহমদী প্রতিবেশীদের সাথেও আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কতিপয় প্রতিবেশী তার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তাদের অধিকার প্রদান করতেন।

তার স্বামী ইনামুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমার সাথে অতি উত্তম এক জীবন অতিবাহিত করেছেন। সারা জীবন জামা'তের যত সেবা করার সুযোগ পেয়েছি তাতে মরহুমা সবসময় সর্বাত্মক সঙ্গ দিয়েছেন। জামা'তের কাজে সারা দিন বা সারা রাত বাড়ির বাইরে কাটাতে হলেও তিনি কখনও অভিযোগ করেন নি। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। মৃত্যুর এক মাস আগে প্রায় ২২জন অতিথির জন্য নিজে রান্না করেছিলেন। দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নিজের প্রয়াত আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করতেন। সন্তানদের উত্তমরূপে শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে নিজ হালকায় সেক্রেটারি মালের দায়িত্ব পালন করেছেন আর মৃত্যুর সময়েও সেই দায়িত্বেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তার বড়ো ভাই বলেন, তার বোন অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ এবং প্রত্যেকের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই পাঁচ বেলার ফরয নামায পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং নিজ সন্তানদের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য যে-সব শিশুই তার বাড়িতে যেত, তাদের নামাযের তদারকি করতেন এবং তিলাওয়াত করার কথা বার বার স্মরণ করাতেন।

অ-আহমদীদের সাথেও তার ভালো সম্পর্ক ছিল। একজন অ-আহমদী প্রতিবেশিনী বলেন, তার সাথে আমাদের বিশ বছরের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমাকে বোনের মতো দেখতেন। আমার সন্তানদের তিনি মায়ের মতো আদর করতেন আর আমার সন্তানরাও তাকে 'আম্মি জি' বলেই ডাকত। আমাকে সর্বদা সর্বোত্তম পরামর্শ প্রদান করতেন। [এরকম ভদ্র, সভ্য অ-আহমদীরাও আছে যারা সম্পর্কও বজায় রাখে আর সঠিক মূল্যায়নও করে।]

রাচনা টাউনের লাজনা প্রেসিডেন্ট বলেন, মরহুমার মৃত্যুতে আমরা আমাদের মজলিস থেকে একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ত একজন লাজনা হারিয়েছি। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি সেক্রেটারি মালের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এবং

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। জামা'তের তাহরীকসমূহে নিজে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। আর্থিক অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, কাউকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিতেন না। তার সন্তানরা এটি লিখেছেন, প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি রোযা রাখতেন। তার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান রাখা হলে সেটি সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং অতিথিদের সাদরে আপ্যায়ন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার এক ছেলে যিনি মুরব্বী, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি কর্মক্ষেত্রে আছেন দেখে মায়ের জানাযাতেও অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তাকেও ধৈর্য এবং সাহস দান করুন এবং সন্তানদেরও তার দোয়ার ভাগীদার করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ জুলাই, ২০২৫)

**** **** ****

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 31 July-7 Aug 2025 Issue No.31-32

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ.....)

অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না', তদ্রুপ শেষ যুগের মসীহ্ যখন শেষ যুগের পিলাতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং এই মসীহ্ বলিলেন যে, 'আমাকে জবাব দেওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া আবশ্যক, কারণ আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হইয়াছে', তখন এই যুগের পীলাত বলিলেন, 'আমি আপনাকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি নাই।' উভয় পীলাতের এই দুইটি উক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ অনুরূপ। যদি প্রভেদ থাকে তবে শুধু এই যে, প্রথম পীলাত আপন কথার উপর কায়েম থাকিতে পারেন নাই এবং যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, রোমান সম্রাটের সমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে, তখন তিনি ভীত হইয়া পড়েন এবং হযরত মসীহ্কে রক্ত পিপাসু ইহুদিদের হাতে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেন, যদিও তিনি ঐরূপ সমর্পণে মনক্ষুণ্ন ছিলেন এবং তাহার স্ত্রী মনক্ষুন্না ছিলেন। কারণ তাহারা উভয়েই মসীহের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহুদিদের ভয়ানক উত্তেজনা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য মসীহ্কে ক্রুশ হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি গোপনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সব কিছু তিনি করিয়াছিলেন মসীহ্কে ক্রুশে চড়াইবার পর, মসীহ্ কঠোর যন্ত্রণায় মুর্চ্ছিত হইয়া মৃত প্রায় হইলে পর। যাহা হউক, রোমান পীলাতের চেষ্টায় মসীহ্ ইবনে মরিয়মের জীবন রক্ষা হইয়াছিল এবং জীবন রক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই মসীহ্র প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল।*

(ইব্রীয় : পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম আয়াত দ্রষ্টব্য)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৫০ হতে হবে। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত সনদই গ্রহণযোগ্য হবে (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। মালীর কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হবে (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে, এবং কাদিয়ানের নুর হাসপাতাল থেকে নিজের খরচে মেডিক্যাল টেস্ট করাতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। **(নোট: ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)**

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9682587713, 09682627592

ই-মেল: diwan@qadian.in

যেহেতু সমস্ত কিছুই তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির গোচরে, তাই তাঁর জন্য অন্য কোন সাহায্যকারী খোদার প্রয়োজন কি?

তিনি একাই সারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করতে পারেন এবং একাই প্রভুত্ব করছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যারা আল্লাহ্ তা'লার এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তারা ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। এই কারণেই তারা হোঁচট খায়। যেমন দেখুন, যারা আল্লাহ তা'লা একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিম্বা যারা অন্য কোন মাধ্যমকে মাঝে নিয়ে আসতে চায়, তাদেরই এই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিই এমন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কারণে তাদের বিচার-বুদ্ধি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না যে, এমনও এক সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে যিনি সমগ্র বিশ্বকে দেখছেন এবং সকলের কথা শুনছেন। তারা মনে করে, মাঝে এমন এক মাধ্যমসমূহের প্রয়োজন যেগুলোর মধ্যে ঐশী শক্তিসমূহ বিতরিত হবে এবং যেগুলি স্ব স্ব স্থানে সেই শক্তিসমূহকে প্রয়োগ করবে। এই ভ্রান্তির মূল কারণ এটাই যে, তারা খোদা তা'লার শক্তিসমূহের অনুমান করেছে নিজেদের শক্তি অনুপাতে। আর ঐশী শক্তিসমূহকে মানবীয় শক্তিসমূহ হিসেবে ধারণা করেছে। তারা দেখেছে মানুষ যখন একদিকে দৃষ্টি দেয়, তখন সে অপরদিকের জিনিসগুলো সে দেখতে পায় না। এর থেকে তাদের মধ্যে ধারণা তৈরী হল যে খোদা তা'লার দৃষ্টিও সীমিত। এরপর মানুষ যখন দেখল আমরা সকল স্থানের শব্দ একসঙ্গে শুনতে পারি না, এর থেকে তারা ধারণা করে নিল যে, খোদা তা'লাও সকল স্থানের শব্দ একসঙ্গে শুনতে পারেন না। মোটকথা মানবীয় শক্তির নিরিখে যখন তারা ঐশী শক্তিকে পরিমাপ করল, তখন খোদার পাশাপাশি কতিপয় অংশীবাদীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই অবধারণার পরিণামে কতিপয় দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা আংশিকভাবে জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ নন। অর্থাৎ তিনি এটা অবশ্যই জানেন যে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি এটা জানেন না যে যায়েদ এই মুহূর্তে খাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, মানুষের বাড়িতে শিশুর জন্ম হয়, কিন্তু তিনি এটা জানেন না যে এই মুহূর্তে যায়েদ বা বকর-এর বাড়িতে শিশু জন্ম নিয়েছে। এই ধারণার ভিত্তি হল, মানুষ নিজের সীমিত শক্তির নিরিখে খোদা তা'লার শক্তিকে পরিমাপ করে। কিন্তু আজ দেখ, সেই দুর্বল মানুষ যারা খোদা তা'লার শক্তিসমূহের অবমূল্যায়ন করছিল, তাদেরকে খোদা তা'লা বললেন, তোমরা আমার শক্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণাই করতে পারবে না। এস, আমি তোমাদের নিজেদের শক্তিবৃত্তিকে উন্নীত করছি আর তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের আওয়াজ কতদূর পৌঁছে দিতে পার এবং তোমরা কতদূরের আওয়াজ শোনার সক্ষমতা অর্জন করতে পার। যেমন তিনি বেতার আবিষ্কার করানোর মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে এবং সারা পৃথিবীর আওয়াজ শোনা যেতে পারে। তবে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদের আওয়াজ শুনতে পারেন না? আজ যখন ইংল্যান্ডের একজন ডোম বা বাদ্যকারের দল সারা জগতে নিজেদের আওয়াজ পৌঁছে দিচ্ছে, সেখানে পরিমণ্ডলের প্রতিটি গতিবিধি এবং শব্দের প্রতিটি কম্পন ইউরোপের দার্শনিকদের নিয়ে বিদ্রুপ করছে আর বলছে, হতভাগার দল! এখন বল, খোদা তা'লা কি সমগ্র বিশ্বের শব্দ শুনতে সক্ষম? অনুরূপভাবে এখন বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে, যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিও প্রত্যক্ষ করা যায়। আর বর্তমানে ওয়ারলেসও অনেক উন্নত হয়েছে, এতটাই যে, দূর দূরান্ত থেকে মানুষের চেহারাও দেখা যায়। মোটকথা, এই যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল যে, খোদা তা'লা কিভাবে সারা বিশ্বকে দেখতে পারেন আর কিভাবে সারা বিশ্বের কথা শুনতে পারেন- এই অগ্রগতি সেই ভ্রান্তি দূর করেছে এবং দেখিয়েছে যে, একজন সাধারণ মানুষের মধ্যেও যখন আল্লাহ্ তা'লা এমন যোগ্যতা রেখেছেন যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে সে নিজের আওয়াজ পৌঁছে দিতে পারে এবং বিশ্বের অন্য প্রান্তের মানুষের কথা সে অনায়াসে শুনতে পারে, কেবল কথা শোনাই নয়, তার চেহারাও দেখতে পারে। তবে সর্বাধিপতি ও মহাপরাক্রমশালী খোদা কি সমস্ত কিছু দেখতে সক্ষম নন এবং সকলের কথা শুনতে সক্ষম নন? যেহেতু সমস্ত কিছুই তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির গোচরে, তাই তাঁর জন্য অন্য কোন সাহায্যকারী খোদার প্রয়োজন কি? তিনি একাই সারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করতে পারেন এবং একাই প্রভুত্ব করছেন।

বস্তুত مَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের এই মূলগত ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তারা মানবীয় শক্তির মাপকাঠি দিয়ে ঐশী শক্তিকে উপেক্ষা করে আর এইরূপে শিরকের ন্যায় জঘন্য বিশ্বাসের অবতারণা করে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir